হুমায়ূন আহমেদ- এর জাদু প্রেম

জাদুশিল্পী এম. এ জলিল
সিডনী থেকে

নন্দিত কথা সাহিত্যিক প্রয়াত হুমায়ূন আহমেদ এর সঙ্গে ১৯৯১ সালে বন্ধুত্ব শুরূন্ন হওয়ার পর বহুবার তার বাসায় গিয়েছি। প্রতিবারই জাদু বিষয়ক আলোচনা ও উভয়ের জাদু প্রদর্শনের বিষয়টি থাকতো ধরা বাঁধা। ইতিমধ্যে "বাংলাদেশ যাদুকর পরিষদ" জেনে গেছে তাঁর সঙ্গে আমার সুসম্পর্কের বিষয়টি। ১৯৯৪ সালের প্রথমদিকে জানুয়ারী/ফেব্রুন্নয়ারি হবে বাংলাদেশ যাদুকর পরিষদের এক সভায় পরিষদের পড়া থেকে জাদু বিষয়ক একটি পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পত্রিকাটি সম্পাদনার দায়িত্বও এসে পড়ে আমার উপর। উক্ত সভায় পত্রিকাটিতে প্রথম সংখ্যায় কার কার বাণী যাবে এই আলোচনার এক পর্যায়ে আমি সভায় উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে হুমায়ূন আহমেদ এর নিরলস জাদু চর্চার বিষয়টি উপস্থাপন করে জাদু বিষয়ক পত্রিকাটিতে হুমায়ূন আহমেদ এর বাণী সংযোজন করার যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব রাখায় তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এর পর সম্ভবত ১৯৯৪ সালে মার্চের কোন এক বিকেলে হুমায়ূন আহমেদের বাসায় হাজির হই। জাদু বিষয়ক নানাবিধ আলোচনার এক পর্যায়ে বাংলাদেশ যাদুকর পরিষদের ম্যাজিক বুলেটিন (পত্রিকাটির নামকরণে ছিলেন শিবেন চক্রবর্তী) পত্রিকার জন্য পরিষদের পড়া থেকে আমি একটি শুভেচ্ছা বাণী চাইলে তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তাৎক্ষণিকভাবে কম্পিউটার থেকে নিজে টাইপ করে একটি বাণী আমার হাতে তুলে দিলেন। পাঠক সমাজ বাণীটি পরলে জাদুর প্রতি তাঁর কতটা ভালবাসা ছিল তা বোঝতে বাকি থাকার কথা নয়। নিম্নে পাঠকদের জন্য বাণীটি পত্রস্থ করা হলো।

বাণী

ম্যাজিক বুলেটিন প্রকাশকালঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর'৯৪ সংখ্যা

আমার শুনে খুব ভাল লাগছে- বাংলাদেশ যাদুকর পরিষদ থেকে ত্রৈমাসিক যাদু পত্রিকা 'ম্যাজিক বুলেটিন' বের হচ্ছে। আমি নিজে ম্যাজিক বিষয়ে আগ্রহী বলে এই খবরে উলস্নাসিত হচ্ছি। আমাদের দেশটা যাদুর দেশ, ম্যাজিকের প্রতি আমাদের অসীম মমতা, অথচ ম্যাজিক বিষয়ে আমাদের কোন পত্রিকা নেই। যাদুকর পরিষদ সেই অভাব দূর করতে এগিয়ে এসেছেন- তাঁদের ধন্যবাদ ও অভিনন্দন। তাঁদের এই আন্তরিক ও সৎপ্রচেষ্টায় আমার সব রকম সাহায্য ও সহযোগিতা অবশ্যই পাওয়া যাবে এই খবরটা যাদুকর পরিষদকে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জানিয়ে রাখছি।

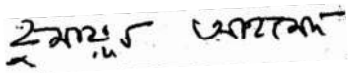

-হুমায়ূন আহমেদ

পাঠক ও ভক্ত সমাজকে অবিহিত করার জন্য উক্ত ম্যাজিক বুলেটিন-এর (জুলাই-সেপ্টেম্বর'৯৪) সংখ্যায় হুমায়ূন আহমেদ কে নিয়ে আমার লেখা যে রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়েছিল তা পাঠক সমাজের জন্য নিম্নে পত্রস্থ করা হলো।

ম্যাজিক বুলেটিন প্রকাশকালঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর'৯৪ সংখ্যা

হুমায়ূন আহমেদ এর যাদু প্রেম

বিশিষ্ট লেখক ও নাট্যকার জনাব হুমায়ূন আহমেদ একজন যাদু প্রেমিক মানুষ, যিনি সাহিত্যে বিশেষ অবদান রাখার জন্য লাভ করেছেন একুশে পদক, সেই মানুষটি একজন জাদুশিল্পী একথা তাঁর ভক্তরা যখন জানবেন, তখন নিঃসন্দেহে কৌতুহল বেড়ে যাবে ভক্তদের। আসলেই তাই, হুমায়ূন আহমেদ বহু বছর ধরে যাদু চর্চা করে আসছেন। জাদুশিল্পের প্রতি রয়েছে তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা। জাদুশিল্পীকে কাছে পেলে জাদু বিষয়ক আলোচনায় মেতে উঠেন তিনি। অবাক হলেও সত্য যে গভীর রাত্রে একাকী জাদুচর্চা করে থাকেন তিঁনি। জাদুর উপর পড়শুনাও করেন। টিভি-র ধারাবাহিক নাটক বহুব্রীহিতে একজন জাদুকরের চরিত্র তুলে ধরার পেছনেও জাদুর প্রতি তাঁর একান্ত ভালবাসার পরিচয় মেলে। তাঁর হাতে "বৈঠকী ম্যাজিক" পষড়ংব-ঢ় সধমরপ বেশ ভাল লাগে।

হুমায়ূন আহমেদ জাদুজগতের প্রায় প্রতিটি শাখায়ই বিচরণ করে এ বিষয়ে অসাধারণ জ্ঞান অর্জন করেন। পস্নানচেট ও জাদুবিদ্যার একটি শাখা। হুমায়ূন আহমেদ পস্নানচেটের মাধ্যমে পরলোক থেকে আত্মা আনার চেষ্টা করতেন (উলেস্নখ্য কবিগুরস্ন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও পস্ন্যানচেট চর্চা করতেন)। হুমায়ূন আহমেদ পস্ন্যানচেট করতে গিয়ে একদিন মহাবিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাঁর নিজের মুখ থেকেই শুনুন সে কাহিনী -

হুমায়ূন আহমেদ-

আমি এস.এস.সি পাশ করি বগুড়া জেলা স্কুল থেকে ১৯৬৫ সালে। সে সময়ে চক্রের সাহায্যে প্রেত নামানোর একটা বই বাবার লাইব্রেরীতে খুঁজে পাই। বইয়ে পরকালের মানুষ এবং জীবজন্তুর সাড়্গাত পাওয়ার বেশ কিছু পদ্ধতি লেখা। একটি পদ্ধতিতে বিজোড় সংখ্যক নারী-পুরস্নষকে হাতে হাত রেখে (চক্র বানিয়ে কোনো এক নির্জন স্থানে বসতে হয়। একমনে পরকাল এবং সেখানকার অধিবাসীদের বিষয়ে চিন্ত্মা করতে হয়। মাঝে মাঝে জিকিরের মতো (ঈযধহঃরহম) বলতে হয় আয়রে .....আয়রে...।

পঠিত বিদ্যা কাজে লাগাতে আমরা কয়েক বন্ধু মিলে ঠিক করি চক্রে বসা হবে। করতোয়া নদীর পাশে শ্মশানঘাট। শ্মশানঘাটে শ্মশান বন্ধুদের জন্য বানানো একটা পাকা ঘর আছে। আমরা এক সন্ধ্যায় শ্মশানঘাটে উপস্থিত হয়ে চক্রে বসি। আমার বন্ধুদের মধ্যে দুজনের নাম মনে আছে। একজন খালেকুজ্জামান ইলিয়াস বর্তমানে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের প্রধান। খালেকুজ্জামান নন্দিত কথাশিল্পী আখতারস্নজ্জামান ইলিয়াসের ছোট ভাই। আমার আরেক বন্ধুর নাম চিশতি হেলালুর রহমান। সেছিল ছাত্রলীগের নিবেদিত কর্মী। ১৯৭১ সালে পাকবাহিনী তাকে ইকবাল হলে হত্যা করে।

মূল ঘটনায় ফিরে যাই। আমাদের চক্র ছিল অসম্পূর্ণ। চক্রে মেয়েদের উপস্থিতি অতি আবশ্যকীয়। সুগন্ধী লাগবে, আমাদের মধ্যে দুটোই ছিল অনুপস্থিত। আসলে আমরা একত্রিত হয়েছিলাম ভূত ভূত খেলা করে মজা পাওয়ার জন্যে, কিছুড়্গণের মধ্যেই ঘটনা অন্যরকম হয়ে গেল। চিশতির মুখ থেকে জন্তুর শব্দ বের হতে লাগলো। শ্মশানঘর তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধে ভরে গেল (এখন মনে হচ্ছে অসসড়হরধৎ 'র গন্ধ) চিশতির শরীর কাঁপছে এবং সে কিছুড়্গাণ পরপর বলছে, আমার সামনে এটা কি? আমার সামনে এটা কি?

এক সময় সে অচেতন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। বন্ধুদের বেশির ভাগ এই সময় দৌড়ে পালিয়ে গেল। আমি পালাতে পারছিনা কারণ সবকিছুর মূলে আমি। আমার অসহায় মুখ দেখে খালেকুজ্জামানও পালাল না। আমরা দু'জন অনেক কষ্টে চিশতিকে টেনে টেনে করতোয়া নদীর পাশে নিয়ে আসি। তার চোখেমুখে পানি দিয়ে জ্ঞান ফেরাই। জ্ঞান ফেরার পর চিশতি বলে, ভয়ঙ্কর একটা মানুষের মত প্রাণী দেখে সে জ্ঞান হারিয়েছে। এই প্রাণীটা তার সাথে কথা বলতে চাচ্ছিল।

আমি এবং খালেকুজ্জামান ভয়ে অস্থির হয়ে গেলাম। চিশতীর অসীম সাহস। সে আমাদের দুজনকেই বাসায় পৌঁছে দিয়ে নিজে একা ফিরে গেল শ্মশানঘাটে। অদ্ভূত প্রাণীটার সঙ্গে সে কথা বলবে।

ঐ রাতের ঘটনার পর থেকে চিশতির মনোজগতে একটা স্থায়ী পরিবর্তন হয়ে গেল। সে প্রায়ই একা শ্মশানঘাটে বসে থাকত। সে আমাকে বলেছে প্রাণীটার সঙ্গে তার কথা হয়েছিল। কি কথা হয়েছিল তা আমাকে বলেনি।

বলার অপেক্ষা রাখে না আমরা হারিয়েছি বহুগুণে গুণান্বিত এক বিশেষ প্রতিভাকে। যাকে কোন দিনই আর ফিরে পাবার নয়। ১৩ নভেম্বর তাঁর জন্মদিন। আমি তাঁর জন্মদিনে তাঁর আত্মার চিরশান্তিস্বত্ম কামনা করি। সবশেষে হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে লেখা আমার নিজের একটি কবিতার চারটি লাইন দিয়ে আজকের এ লেখা শেষ করতে চাই।

প্রিয় হুমায়ূন,

তুমি ছিলে চক্‌চকে দামী হীরা

আমরা ভেবেছি কাঁচ

জীবদ্দশায় বুঝিনি তোমায়

বুঝিতেছি মোরা আজ।

মতামতের জন্য E-mail : mohammad.jalil@yahoo.com